জাপান প্রবাসীদের মুক্ত আলোচনা

প্রবাস জীবনের নানা কথা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-নিরাশা, সমস্যা- সমাধান আর করণীয় বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০, ২৯ এপ্রিল ২০০৭ জাপানের টোকিও শহরে একটি মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। স্থানীয় মিডিয়া জাপান থেকে প্রকাশিত ‘পরবাস’ সহায়ক ভূমিকায় ছিল। মুক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক **গোলাম মোর্তোজা**, টোকিওস্থ দূতাবাসের পলিটিক্যাল মিনিস্টার **মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া**, পরবাস সম্পাদক **কাজী ইনসান** (জাপান প্রতিনিধি, সাপ্তাহিক ২০০০), বিভিন্ন সংগঠন প্রধান, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন **কাজী ইনসান**

রাহমান মনি, *টোকিও থেকে*

কাজী ইনসান : ধন্যবাদ সবাইকে। সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজিত আজকের এই মুক্ত আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য। আগেও একই হলে জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্য সহযোগিতা এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে আমরা দুইটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম। আপনাদের ব্যাপক উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ আমাদের উৎসাহিত করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আজকের এই আয়োজন। আজকের এই আয়োজনে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা উপস্থিত রয়েছেন। আরো উপস্থিত আছেন টোকিওস্থ দূতাবাসের রাজনৈতিক মন্ত্রী মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া। আমি প্রথমেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গোলাম মোর্তোজা : সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা মনে করি আপনারা সবাই প্রবাসে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। বাংলাদেশের পরিচিতি, ভাবমূর্তি উজ্জ্বলসহ কষ্টার্জিত অর্থ দেশে প্রেরণ করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছেন। আপনাদের মূল্যায়ন করা হয় না। সেই কারণেই সাপ্তাহিক ২০০০ প্রবাসীদের নিয়ে কাজ করে গুরুত্ব দেয়।

বাংলাদেশের কোনো কাজই স্বাভাবিক গতিতে হয় না। লেগে থাকতে হয়। দূতাবাস সঠিকভাবে কাজ করছে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, বিভিন্ন দেশে দূতাবাস সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করি। জাপানি ভাষা জানা না থাকায় আপনাদের মাধ্যমে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার অভিজ্ঞতা আশাব্যঞ্জক নয়। আপনাদের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে পরে আবারও আলোচনা করব। ধন্যবাদ সবাইকে।

কাজী ইনসান : ধন্যবাদ গোলাম মোর্তোজা। এইবার প্রথমেই শুনতে চাইব আমাদের শ্রদ্ধেয় মুনশী খ.ম. আজাদ ভাইয়ের কাছ থেকে।

মুনশী খ.ম. আজাদ : আমি যে সময় জাপান আসি তখন আজকের মতো এই রকম অবস্থা ছিল না। তখন সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল থাকার ব্যবস্থা। প্রবাসীদের জন্য একজন জাপানি গ্যারান্টর দরকার। আপনারা জানেন টাকার প্রশ্ন আসলে জাপানিরা কোনো কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করতে চায় না। বাবল ইকোনমির সময় প্রবাসীদের আসা যখন বেড়ে যায় তখন চাকরির বাজারেও এর প্রভাব পড়ে। ’৯০তে পোর্ট এন্ট্রি ক্যান্সেল করে

ভিসা সিস্টেম চালু করে।

ভিসা সিস্টেম চালু হলেও জাপানে বৈধভাবে বসবাসকারীদের সংখ্যা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের সন্তান সন্ততিদের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। আর সন্তানদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার কথা চিন্তা করে অভিভাবকগণ বাধ্য হচ্ছেন দেশে ফিরে যাবার জন্য। জাপানে যদি আমরা একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে অভিভাবকগণ অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।

কাজী ইনসান : আপনি তো স্কুল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

মুন্‌শী খ.ম আজাদ : হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো প্রকার সহায়তা পাইনি বলে আগাতে পারিনি। দেশী স্ট্যান্ডার্ড ক্যারিকুলাম নিয়ে যদি না হয় তাহলে তো করেও কোনো লাভ নেই। কারণ শিক্ষার্থীরা দেশে ফিরে গিয়ে কি করবে শুধু বাংলা শিখে তো কোন লাভ হবে না।

অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান : প্রবাস জীবন স্বল্পদিনের। সমস্যা আছে, থাকবে। সমাধানের জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। দূতাবাসের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে ছাত্র কিংবা দক্ষ শ্রমিক আসার ব্যবস্থা থাকলে বাংলাদেশ থেকে কেন থাকবে না। দূতাবাসকেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

সালেহ মোঃ আরিফ : প্রবাস জীবনে সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়ে বসবাস করি। তারপরও মাতৃভূমির প্রতি আমাদের গভীর টান থাকে। সরকার বলে প্রবাসীদের জন্য সব কিছু উন্মুক্ত। কর দিতে হবে না। কর দিতে হয় না ঠিকই। তবে ফাইল ওপেন করাতে স্যারদের খুশি করাতে হয়। আমি নিজেও ভুক্তভোগী। আমি দেশকে কিছু দিতে চাই। তেমনি দেশ থেকে কিছু পেতেও চাই।

সুখেন ব্রহ্ম : ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে যেভাবে প্রবাসীরা আসতে পেরেছে এখন কিন্তু সেভাবে পারছে না। এখন যারা জাপান আসছে তারা সম্পূর্ণ নিজ চেষ্টায় এবং অনেকটা কঠিন পথ পেরিয়ে। বিভিন্ন সভা সেমিনারে গিয়ে চীন, ব্রাজিল, তাইওয়ান, কোরিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া কিংবা ফিলিপাইন থেকে ছাত্র অথবা দক্ষ শ্রমিক আসার কথা জানতে পাই। সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসগুলি এই ব্যাপারে বিভিন্ন সহায়তা দিচ্ছে। আমাদের সঠিক কোনো দিকনির্দেশনা নেই। এখানে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য দূতাবাসগুলি সঠিকভাবে আগাচ্ছে। এজেন্ট নিয়েছে। রিক্রুট করছে। বাংলাদেশীদের এখানে বিশ্বস্ততা রয়েছে। অনেক দেশেরই ট্রেড সেন্টার রয়েছে। বাংলাদেশও উদ্যোগ নিয়ে সরকারিভাবে আগালে আমাদের অনেক উপকার হবে বলে আমি আশা করি। সাপ্তাহিক ২০০০ এবং

জাপান থেকে প্রকাশিত পরবাস যদি জাপানের মিডিয়ার সঙ্গে মিলে এই রকম কোনো আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারে তা হলে জাপান সমাজে এর প্রভাব পড়বে। আমরা উপকৃত হব।

ওয়াহিদুল ইসলাম মোল্লা : আমরা কষ্ট করে উপার্জন করি বৈধ ভাবে এবং দ্রুত দেশে টাকা পাঠাতে চাই। হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাতে চাই না। বৈধভাবে উপার্জিত টাকা কেন অবৈধভাবে পাঠাতে হবে?

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে গেলে এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ৮ জনের লাগেজ থেকে মালামাল চুরি হয়ে যায়। ২ ঘণ্টা চেষ্টা করেও কোনো অভিযোগ গ্রহণ করাতে পারিনি। ড্রাগন এয়ার লাইন্সের ম্যানেজারকে দিয়ে রাত ২টার সময় ফোন করেও কাজ হয়নি। বাংলাদেশ এয়ারপোর্ট যেন আরো সহজ হয়। এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ অযথা অনেক ঝামেলা করে।

অজিত বড়ুয়া : বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো ঘটনা নেই যেটা ধামাচাপা দেওয়া যাবে। কোথায় কি ঘটছে তা সকলেই জেনে যায়। বিভিন্ন দেশ থেকে জাপানে দক্ষ অদক্ষ শ্রমিক আসছে। বাংলাদেশ দূতাবাস কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। দূতাবাস আন্তরিক হলে এবং কাজ করলে বাংলাদেশ থেকেও জনবল জাপান আসা অসম্ভব কিছুই নয়। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস তাদের নিজস্ব জায়গা কিনে পরিচালনা করছে। এতে করে সরকারের খরচও কম হচ্ছে। বাংলাদেশ দূতাবাস কেন অর্থ সাশ্রয় না করে মাসের পর মাস ব্যয় করে যাচ্ছে।

মোতালেব শাহ আইয়ুব : সরকার পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন হয় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ। কিন্তু পরিবর্তন হয় না তাদের স্বভাব। শুধু নিজ দল বা ব্যক্তি পরিচয়ে কাজ না করে সাধারণ প্রবাসীদের জন্য দূতাবাসের কাজ করা উচিত। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময় যে সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আসেন তাদের যথাযথ সম্মান জানানো উচিত। জাপানে আমরা সবাই সবার পরিচিত। পরবাস কিংবা মানচিত্রের মতো পত্রিকা এবং স্বরলিপি কিংবা উত্তরণ-এর মতো সংগঠন যেখানে আছে সেখানে আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করার আহবান জানাই।

বদরুল বোরহান : আমরা যে শুধু দিচ্ছি, কিছুই পাচ্ছি না তা নয়। দেশ আমাকে একটি পরিচয় দিয়েছে যার জন্য আমি জাপানে আসতে পেরেছি। দেশকে আমরা কে কি দিতে পারছি এবং আরো কিভাবে দেওয়া যায় সে চেষ্টা করতে হবে। তবে আমার মতে প্রবাসীরা দেশে নিরাপদ নয়। আমরা নিরাপত্তা চাই।

কাজী হাবিব : সমস্যা অনেক। আমরা সমস্যা নিয়ে সমালোচনা করতে ভালোবাসি কিন্তু সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হই না। নাইন ইলেভেনের পর বিশ্ব পাল্টে গেছে। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, দূতাবাস আগের চেয়ে অনেক বেশি একটিভ। বর্তমান রাষ্ট্রদূত আসার পর আরো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য দেশ থেকে আমরা অনেক বেশি ভালো আছি।

তানিয়া ইসলাম মিথুন : আমাদের বড় সমস্যা আসলে ৩টি। প্রথমত একটি স্কুল, দ্বিতীয়ত বিমান আবার চালু হওয়া এবং তৃতীয়ত দেশে সহজ পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ। আশা করি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আশু সমাধান খুঁজে পাব।

সংগীতা রাজবংশী : আমার নিজের কোনো সমস্যা নেই। এসেছি সবার কথা শোনার জন্য। স্বদেশী ভাইদের কথা শুনে খুব বেশি সমস্যা মনে হচ্ছে স্কুলের ব্যাপারে। নিজের সন্তানও বড় হচ্ছে। চিন্তিত না হয়ে পারছি না। আসুন সবাই মিলে কিছু করার চেষ্টা করি। এই ব্যাপারে মুন্‌শী আজাদ এবং রেনু আজাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে।

সজল বড়ুয়া : সব সেক্টরেই সরকার তথা দূতাবাসের আরো যুগোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ

করা উচিত প্রবাসীরা যারা বিনিয়োগ নিয়ে দেশে যান তারা বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হন। এক পর্যায়ে ফেরত আসতে বাধ্য হন। সঠিক সংখ্যা জানা না থাকলেও প্রায় ৩৭ লাখ প্রবাসী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। সাপ্তাহিক ২০০০ এর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের কাছে আকুল আবেদন, অবিলম্বে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়া হোক।

কাজী ইনসান : ধন্যবাদ সজল বড়ুয়া। গত ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এই হলে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রবাসীদের ভোটাধিকার বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করেছি। বর্তমান নির্বাচন কমিশন প্রবাসীদের ভোটাধিকারের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। আশা করি আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রবাসীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

আমজাদ হোসেইন মানিক : প্রবাসীরা বাংলাদেশে গেলে বিভিন্ন প্রতারণার শিকার হন। চাঁদাবাজির হাত থেকে বাঁচা কঠিন। নিজ দেশেও স্বাধীনভাবে চলা যায় না। সব কিছুতেই পিছু ভয় কাজ করে। এমন কি প্রবাসী জানতে পারলে কেনাকাটা করতে গেলে জিনিসপত্রের দাম পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। অনিয়মের কথা না হয় বাদই দিলাম।

শরাফুল ইসলাম : জাপানে বাংলাদেশী শিক্ষা কার্যক্রম অনুসরণ করে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা জরুরি হয়ে পড়েছে। মসজিদ কিংবা মন্দির প্রতিষ্ঠায় আমাদের আগ্রহের অভাব নেই। জাপানে বেশ কয়েকটি মসজিদ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছেও। কিন্তু একটি স্কুল এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঘরে বসে এবাদত করা গেলেও বিদ্যা অর্জন করতে যেতে হয় বিদ্যালয়ে। অথচ তার জন্য আমরা এখনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি। অবিলম্বে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রিন্ট মিডিয়ার কাছে করজোড়ে আবেদন জানাব কোনো পত্রিকায় যেন বীভৎস ছবি না ছাপানো হয়। এতে করে প্রবাসীদের মাথা নিচু হয়ে যায় প্রবাসে। বিদেশীদের সামনে পত্রিকার পাতা খোলা যায় না। ড. ইউনূসের নোবেল জয়ের খবর আমরা গর্ব সহকারে সবার সামনেই পড়েছি। ২৮ অক্টোবরের পল্টনের ছবি সারা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। আমাদের মাথা নিচু হয়েছে। সারা পৃথিবী যখন আগাচ্ছে তখন আবার পিছনে ধাবিত হচ্ছি।

জাপান সরকার ব্রাজিল, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এমন কি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে লোক আনছে। অথচ বাংলাদেশ থেকে কোনো লোক আনছে না। কিন্তু কেনো?

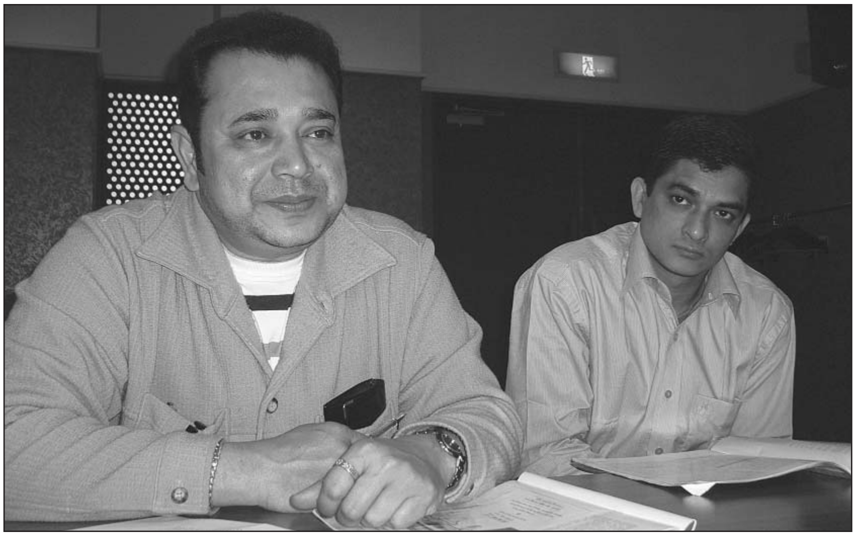

গোলাম মোর্তোজা : বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইব আলোচনা সভার শেষ প্রান্তে। আশা করি দূতাবাস প্রতিনিধি উত্তর দেবেন।

বাকের মাহমুদ : বিমান একটি ভাল উদ্যোগ নিয়েছিল। বিনা খরচে প্রবাসীদের লাশ বহন করত। জাপান থেকে ৩টি লাশও নিয়েছিল। বর্তমানে বিমান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমরা গভীর উৎকণ্ঠায় আছি।

দুলাল খান : বিমান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আমাদের খুব বেশি ভুগতে হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আত্মীয়স্বজন যেমন (মা, বাবা, ভাই, বোন) আনার জন্য। আগে ঢাকা থেকে বিমানে উঠিয়ে দিলেই আমরা নারিতা থেকে রিসিভ করতে পারতাম। বয়স্ক এবং নতুনদের জন্য ট্রানজিট করে আসা বা যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাসপোর্ট সমস্যা আগের চেয়ে অনেক সহজ করেছে। দূতাবাস যদি আইনগত ব্যবস্থাগুলো আরো সহজ করার পদক্ষেপ নেয়া তা হলে ভালো হয়।

দারাদ : দুই নেত্রীকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়েছে তাতে মনে প্রশ্ন জাগে দেশের প্রতি কি তাদের কোনো অবদান নেই? রাতের অন্ধকারে কেন জনপ্রতিনিধিকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

দূতাবাস আমাদের কথা শুনে কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেয় না। ওয়েব সাইট আরো তথ্যবহুল হলে ভালো হয়। তা হলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি আরো বাড়বে। আমাদের দেশে অনেক ভালো দিক আছে। সেগুলো ওয়েব সাইটে দিলে ভালো হয়।

খন্দকার আসলাম হীরা : মৌলবাদী এবং রাজাকাররা দেশে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াবে আর নেত্রীরা থাকতে পারবে না, এ কেমন কথা। মৌলবাদী এবং রাজাকারদের বিচারের দাবিতে আরো সোচ্চার এবং ঘনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতি বিশেষ অনুরোধ রাখছি।

কাজী ইনসান : আমরা আসলে রাজনৈতিক দিকগুলো বাদ দিয়ে প্রবাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই। সবার প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে প্রবাসে

আপনাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করবেন।

রতন : জাপানে টাকা উপার্জন করে দেশে প্রেরণ করতে গেলে বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। ভিসাজনিত সমস্যার কারণে অনেকেই দেশে টাকা প্রেরণ করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে সহযোগিতায় হাত বাড়াই। কিন্তু কতজনের জন্য যাওয়া যায়। দূতাবাসের কাছে বারবার অনুরোধ করেও কোনো লাভ হয়নি। দেশে টাকা প্রেরণের সহজ উপায় বের করার জন্য দূতাবাসের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

অ্যাডভোকেট মাহবুব : প্রবাসে বাস করাকালীন অনেক সময় কিছু জরুরি কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়। যেগুলো সরকারি কর্মকর্তাদের সত্যায়িত করতে হয়। এতে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। পদ্ধতিগত কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটি আরো সহজ করা উচিত। দূতাবাসে করতে পারলে সব চেয়ে ভালো হয়।

কাজী ইনসান : সবাইকে বলতে সুযোগ দেয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময় স্বল্পতার জন্য সম্ভব হলো না। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। দূতাবাস সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। দূতাবাস প্রতিনিধির কাছ থেকে শুনব। তার আগে গোলাম মোর্তোজার কাছ থেকে কিছু শুনব।

গোলাম মোর্তোজা : ধন্যবাদ। আপনাদের আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম বিভিন্ন সমস্যার কথা। দূতাবাস সম্পর্কে আপনাদের অভিযোগ অনেক। আবার কেউ কেউ বলেছেন ভালো হয়েছে আগের চেয়ে। এখন কিছু কিছু কাজ করছে। ভালো হলেই ভালো। তবে তা যেন কিছুসংখ্যক লোকের জন্য ভালো না হয়ে সার্বিকভাবে সব প্রবাসীর জন্যই হয়। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই আপনাদের অবস্থান যদি ঠিক থাকে তা হলে দূতাবাস থেকে কাজ আদায় করে নেবেন। ন্যায্য অধিকার আদায়ে পিছ পা হবেন না। সাপ্তাহিক ২০০০ সব সময় প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকারে সোচ্চার। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনি জটিলতা রয়েছে। বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমাদের সবাইকে নিয়মমানতে হবে।

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই আপনারা জাপান প্রবাসীরা অনেক ভালো আছেন। মধ্যপ্রাচ্যে যারা আছেন, তারা আপনাদের চেয়ে আরো বেশি অসুবিধা ভোগ করছে।

বিমান সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০ বিভিন্ন সময়ে লিখে আসছে। পরিকল্পিতভাবে এই সংস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। আমাদের মোট বিমানের সংখ্যা ছিল ১২-১৩টি, তার মধ্যে ৩-৪টি সব সময় নষ্ট থাকত। বর্তমানে আরো বেশ কয়েকটি বাতিল হয়ে গেছে। আপাতত ভালো হওয়ার লক্ষণ দেখছি না। এক হাজার কোটি টাকার খুচরা যন্ত্রাংশ পড়ে আছে। সেগুলো কোনো কাজে আসবে না জেনেও কেনা হয়েছে। ১০ টাকার জিনিস ২০ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে।

আপনারা আমার চেয়ে দেশের খবর আরো বেশি রাখেন।

চীন, ব্রাজিল বা অন্যান্য দেশ থেকে লোক আসতে পারলে কেন বাংলাদেশ থেকে আসতে পারবে না? দূতাবাসগুলো কি আসলেই কোনো কাজ করছে? বিলাসিতা করার জন্য এখানে দূতাবাস রাখা হয়নি। আপনারা সকলে মিলে চাপ প্রয়োগ করে বৈধ কাজ আদায় করে নিন। আমি কথা দিচ্ছি বিভিন্ন চ্যানেল, মিডিয়ায় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব।

পৃথিবী এগিয়ে গেছে আর আমরা পিছিয়ে এই ব্যাপারে আমি আপনাদের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করব। আমরা হয়তো স্লো। কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি। ঢাকা ২০ বছর আগে যা ছিল এখন আর তা নেই। মিডিয়াতে যে ছবি ছাপা হচ্ছে তা আগের চেয়ে ভিন্নতা এসেছে। আগে ধর্ষিতার ছবি ছাপা হতো। এখণ তা হয় না। পরিশেষে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আপনাদের সুন্দর ও সার্থক প্রবাস জীবন কামনা করছি।

কাজী ইনসান : এইবার দূতাবাস প্রতিনিধির কাছ থেকে শুনব।

মুজিবুর রহমান ভুঁইয়া : ধন্যবাদ সবাইকে। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ২০০০কে। এমন একটি আয়োজনের জন্য। এর আগেও আপনাদের আহ্বানে এসেছি। আমার সহকর্মীরাও গিয়েছে, এতেই প্রমাণিত হয় দূতাবাস আপনাদের পাশে সব সময় আছে এবং থাকবে। আপনারা অনেক গঠনমূলক কথা বলেছেন। আমরা আপনাদের চেয়ে অতিমানব নই। তাই বুঝতে পারি। আপনারা জানেন দূতাবাসের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিনিয়োগ প্রস্তাব বিশ্লেষণ করার মতো বিশেষজ্ঞ নেই বাংলাদেশে। বিশেষ জ্ঞানের অভাব সব স্থানেই আছে। দূতাবাসেও আছে। আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করলে অনেক কিছু সমাধান করা যায়। সভায় সব কিছুর সমাধান দেয়া যায় না। পরবর্তীতে পদক্ষেপ নিতে হয়। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। দেশে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করতে হয়। তারপর রয়েছে আইনি জটিলতা। বিশ্ব কূটনীতি মেনে চলে দূতাবাসকে কাজ করতে হয়। সরকারি ব্যবস্থা সীমিত। যেমন ফুটবল ফেডারেশন পরিবর্তন করা নিয়ে যে ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ নেয়া হলো সরকার আন্তর্জাতিক নীতির জন্য

কিছুই করতে পারল না। চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। মাসের প্রথম রোববার দূতাবাস প্রবাসীদের জন্য খোলা রাখা হচ্ছে। বর্তমান রাষ্ট্রদূত আসার পর গতিময়তা বেড়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সব নয়। সব হয়ে গেলে জীবন থেমে যাবে। রাষ্ট্রদূত মহোদয় বলেছেন আন্তর্জাতিক নীতি মেনে চলতে হয়। সরকার এমন কোনো কাজ করতে পারে না যাতে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। রেমিট্যান্স ফি কমানোর জন্য দূতাবাস ব্যবস্থা নেবে।

স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দূতাবাস আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একবার প্রবাসীদের নিয়ে বসেছিলামও। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে করে মাঝপথে থেমে না যায়। এই ব্যাপারে দূতাবাস প্রবাসীদের নিয়ে আবার বসবে। আপাতত আগামী জুন '০৭ থেকে মাসের তৃতীয় রোববার দূতাবাস মিলনায়তনে বাংলা ভাষা শিক্ষা ক্লাস চালু করা হবে।

এখানে বাংলাদেশী আছেন। যারা নিজ উদ্যোগে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। দূতাবাস তাদের একত্রিত করে চেম্বার অব কমার্স করেছে। আশা করি বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বর্তমান দূতাবাস গুণগত পরিবর্তনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সৌজন্যবোধ। আমরা সবাই বাংলাদেশী। ন্যায্য অধিকার আদায়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এগুলে অনেক কঠিন কাজও সহজে সমাধান করা যায়। দূতাবাস তার সামর্থ্যের মধ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রয়োজনে অফিস সময়ের বাইরেও কাজ করছে।

পরিশেষে আপনাদের সবাইকে দূতাবাস এবং আমার পক্ষ থেকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দূতাবাসের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রবাসীদের অভিযোগের শেষ নেই। ছোট বড় অনেক অভিযোগ। এই অভিযোগগুলোর মধ্যে দূতাবাস সমাধান করতে পারে এমন অভিযোগের সংখ্যাই বেশি। এ সমস্যাগুলোর সমাধান করার জন্য যা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হলো আন্তরিকতা। আন্তরিকতার এই জায়গাটিতে দূতাবাসের সবচেয়ে বেশি ঘাটতি রয়েছে। অনেক সমস্যা হয়তো তারা সমাধান করতে পারবেন না। কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে প্রবাসীদের মন জয় করা যায়। ফোনে কোনো তথ্য জানাতে না পারা, খারাপ ব্যবহার করা প্রভৃতি অভিযোগ দূতাবাসের বিরুদ্ধে আসা কাম্য নয়। কিন্তু অসংখ্য অভিযোগ-দূতাবাস থেকে অনেক সময় এমন আচরণ করা হয়। বাংলাদেশের সাধারণ জনমানুষের অর্থে চলে প্রশাসন। জাপান দূতাবাসও সেই প্রশাসনেরই অংশ। তাদের কাছে বন্ধুর মতো আচরণ প্রত্যাশিত, প্রভুর মতো নয়।

আলোকচিত্র : **মাহিনুর রাহমান আইকো (ইফা)**

নিজের ব্যক্তিগত কথা বলুন মন খুলে

আপনার ব্যক্তিগত কথা, আপনার মনের কথা, যা আজও হয়নি বলা। অথবা আগে মুখে বলেছেন, এখন পত্রিকায় লিখে জানাতে চান। বা আপনার বিশেষ কোনো মানুষকে বিশেষ কোনো দিন উপলক্ষে পত্রিকার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে চমকে দিতে চান। তবে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের সহায়তা নিতে পারেন। এছাড়া আপনার জীবনদর্শন, অনুভূতির কথা, এমনকি আপনার ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন ছাপাতে পারেন এ বিভাগে।

প্রতিশব্দ মাত্র ৩ টাকা

আপনার নিজ ঠিকানা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন না। সাপ্তাহিক ২০০০-এর বক্স তিন মাসের জন্য ভাড়া নিতে পারেন মাত্র ৫০ টাকায়।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন
ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৯৪৫৯
৯৩৫০৯৫১-৩